দৈনিক ইনকিলাব 15

তারিখ 23 AUG 1991
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

এইচএসসি পরীক্ষা

আজ থেকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, এবার ঢাকা বোর্ডের আওতায় দু'টি বিদেশী কেন্দ্রসহ ১৫৮টি কেন্দ্রে ২১৭৭ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীসহ ৮৯৪২২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়— সে জন্যে কর্তৃপক্ষীয় তরফ থেকে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং জনপ্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এইচএসসি পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার উপরই তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের বিষয়টি নির্ভরশীল। ভবিষ্যতে কে কি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়— এই পরীক্ষা পাসের পর পরই তা নির্ধারণ করার সুযোগ তারা লাভ করবে। এদিক থেকে ছাত্র জীবনে এই পরীক্ষাটির গুরুত্ব অপরিসীম। একে ছাত্র জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী একটি পরীক্ষা হিসাবে অভিহিত করা যায়। কাজেই, খুব সঙ্গত কারণে এ পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক চাপ একটু বেশীই থাকে। অনুরূপভাবে অভিভাবকদের কাছেও এ পরীক্ষা সমান গুরুত্ববহ। তারাও এ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিশেষ মানসিক আবেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হোক— বাস্তব কারণেই এটা ছাত্র-অভিভাবক সবাই সমানভাবে কামনা করে। অবশ্য, দুঃখজনক হলেও একথা না বলে আমরা পারছি না যে, আমাদের দেশে কোনো পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার ঘটনা প্রায় বিরল।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, পরীক্ষা কেন্দ্রে নানা রকম বিশৃংখলা, প্রশ্নপত্র ফাঁস ইত্যাদি অনভিপ্রেত ঘটনা প্রায় স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গত এসএসসি পরীক্ষায় যে অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি, তা মোটেই সুখকর নয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। শতকরা ৬০ ভাগ পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে ঐ বোর্ডের সকল পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, আজ থেকে পুনরায় কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষাও শুরু হচ্ছে। এই ঘটনা ছাত্র-ছাত্রীদেরই শুধু বিপাকে নিক্ষেপ করেনি, সেই সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে বিপুল অর্থেরও ক্ষতি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে কোনো পরীক্ষায় যাতে আর না ঘটে— সংশ্লিষ্ট সকলকে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। এই অনিয়ম ও অসদাচার বন্ধের জন্যে প্রতি বছর বিভিন্ন রকম ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, তারপরও পরীক্ষার হলে নকল হয় এবং এই অপরাধে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়। গত এসএসসি পরীক্ষাতেও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়নি। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় নকলবাজির ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটুক— এটা আমরা কামনা করি। একথা বলা বাহুল্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার ধারা ও মানের অবনতির মূলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে নকলপ্রবণতাও বিশেষভাবে দায়ী। নকল বন্ধ করতে না পারলে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই শুধু ব্যাহত হয়ে যায় না, পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের লেখাপড়া করানোর মনোবৃত্তিও লোপ পায়। দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনায় রেখে তাই যে-কোন মূল্যে পরীক্ষাকে সব ধরনের কলুষতা থেকে মুক্ত করা আবশ্যক। এটি একটি যৌথ কাজ। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মচারী-কর্মকর্তা এবং সরকারের যৌথ উদ্যোগেই কেবল এই সমস্যার যথাযথ সুরাহা হতে পারে। আমরা আশা করবো, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলে প্রত্যাশিত দায়িত্বশীলতা, সততা ও কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দেবে।